চৈতন্যে অধিবাস

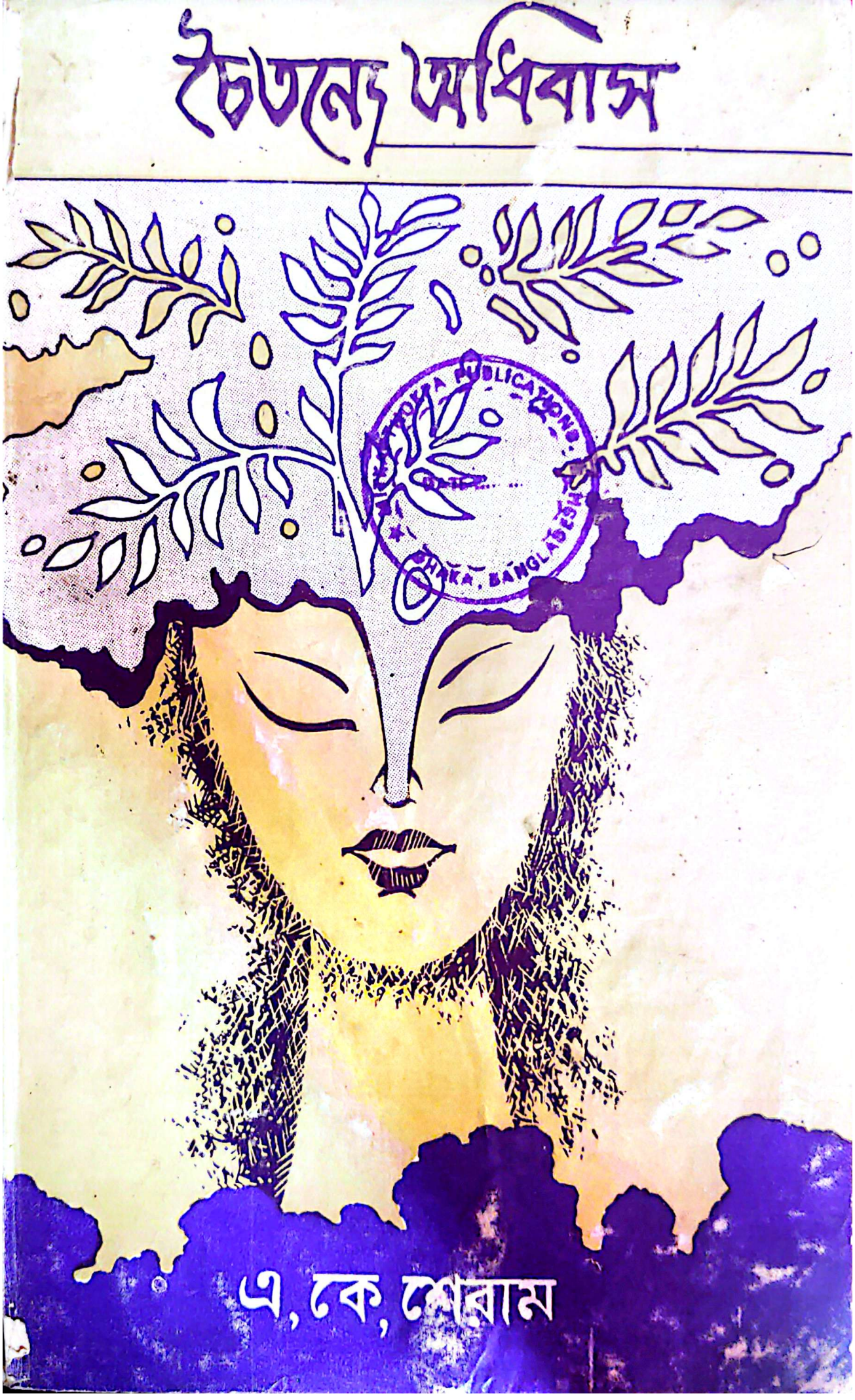

PUBLICATIONS
DHAKA, BANGLADESH

এ, কে, শেরাম

চৈতন্য অধিবাস

এ, কে, শেরাম

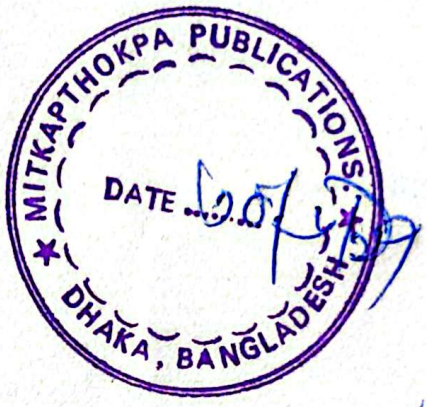

Book No- 066

সনাতন সাহিত্য আশ্রম
আদমপুর বাজার, কমলগঞ্জ, মৌলবী বাজার

CamScanner

সনাতন সাহিত্য আশ্রমের প্রথম প্রকাশন

প্রকাশকাল
অগ্রহায়ণ ১৩৯৫
নভেম্বর ১৯৮৮

প্রকাশক
সনাতন হামোম
পরিচালক
সনাতন সাহিত্য আশ্রম
কমলগঞ্জ, মৌলবী বাজার

প্রচ্ছদ
অরবিন্দ দাস গুপ্ত

মুদ্রণ
আলী প্রেস
২১ ছোট বাজার
ময়মনসিংহ

গ্রন্থস্বত্ব
শনারৈ ও চিংখৈ
(সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

মূল্য : পঁচিশ টাকা

উৎসর্গ

কবিতা হবে শান্তিকামী মানুষের হিরন্ময় হাতিয়ার
এই মৌল আদর্শে প্রত্যয়ী হয়ে
যাঁরা নিরলস নির্মাণ করে চলেছেন
কবিতার শিল্পিত ভুবন—
সেই সব আয়াসী শব্দ শ্রমিকদের প্রতি……।

প্রকাশকের কথা

কবি এ,কে, শেরমি–এর কবিতায় অত্যন্ত প্রাণবন্তভাবে শান্তিকামী জনতার প্রতি মাটি ও মানুষের প্রতি নিগূঢ় মমতা ও সহানুভূতি সর্বতোভাবে উন্মীলিত হয়েছে। বায়ান্নের রক্তঝরা আন্দোলনের পর পরই তেভাগার ফেরুআরিতে কবিজন্মের কারণেই সম্ভবত তাঁর চৈতন্যে বৈপ্লবিকতার উদ্ভাসন। শান্তিহীন জীবনের চরম ইন্দ্রিয়ক্ষোভের রোষানল থেকে বেরিয়ে আসা কাব্যের নির্মিত ছিলায় যোজনা করে চলেছেন শব্দের সুনিপুণ শব্দভেদী বাণ; শান্তির সপক্ষে তথা শান্তিবিনাশীর বিরুদ্ধে। প্রচলিত আর্থ-সামাজিক পরিবেশকে শোষকের অধিকার থেকে ছিনিয়ে এনে শোষণহীন করে গড়ে তোলার জন্য তাঁর প্রবল প্রয়াস সত্যিকারই শান্তি প্রতিষ্ঠার এক অনির্বাণ শিখা। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের বিরুদ্ধে কিংবা স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতায় প্রত্যয়ী শপথ নিয়ে অত্যন্ত তীব্রভাবে সোচ্চার করে তুলেছেন প্রতিবাদী কবিকণ্ঠ। তিনি শোষকের বিরুদ্ধে প্রতি কবিতায় যেভাবে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন তাতে প্রমিতকণ্ঠেই বলা চলে কবি শেরমি তাঁর কবিসত্তায় নজরুল কিংবা সুকান্তের উত্তরসুরী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ না করলেই নয়; চৈতন্যে অধিবাসের কবিতাগুলির অধিকাংশই কবির লণ্ডন প্রবাসকালে সাপ্তাহিক জনমত ও বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার দায়িত্ব আমার স্ব-পরিচালিত "সনাতন সাহিত্য আশ্রম"কে প্রদানের জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

গ্রন্থ প্রকাশনায় অদম্য উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক যতীন সরকার। আমি তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ। মুদ্রণে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আজমী প্রেসের ব্যবস্থাপক ঋন্টু চক্রবর্তী। তার প্রতি রইল অসংখ্য ধন্যবাদ। যথেষ্ট সতর্কতার পরও কিছু বানান ভুল থেকে যাওয়ায় আমি লজ্জিত। সবকিছুর দায়ভাগ মাথায় বহন করে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি।

কিমধিকমিতি—

সনাতন হাজোং
০৫.১১.৮৮

সূচী

কেউ কথা রাখেনি— ৯
কলমী বন্ধুকে ১১
প্রতিরোধ ১২
নারী তুমি বিবসনা হও ১৩
আমাকে মিছিলে যেতে দাও ১৪
রমণী ও তার রমণীয়তার ভালোবাসা ১৫
অরণ্য দিপীত হোক ১৬
কবি : ঈশ্বরের অঘোষিত শান্তির দূত ১৭
প্রিয়তমেষু, ১৯
আমাকেই রচনা করতে হবে আমার এপিটাফ ২১
ইদানীং জীবন ২৩
পিতার প্রতি পুত্রের খোলা চিঠি ২৪
ভালোবাসার পংক্তিমালা ২৬
লন্ডনে এক রাত্রি ২৭
অঙ্গীকার ২৯
স্বাধীনতাকে চেয়েছিলাম বলেই ৩০
প্রত্যাশার সোনালী বন্দর ৩১
প্রত্যক্ষ করবো ভোরের সূর্যোদয় ৩২
এমন একদিন ছিল ৩৩
মালবিকা তুমি কোথায় ? ৩৫
এভন নদীর তীরে ৩৭
স্বগত উচ্চারণ ৩৯
ভালোবাসার কথামালা ৪০
একদিন আমি যখন চলে যাবো ৪২
প্রতীক্ষা ৪৩
আমি স্বপ্ন দেখতে চাই ৪৫
ঊর্ধ্বে তুলে ধরবো বিজয় পতাকা ৪৬
ছল করে হলেও বলো ভালোবাসি ৪৭
একটি কবিতার জন্ম ৪৯
শুভের সূর্যোদয় ৫১
আজন্ম আমার প্রতিদিনই একুশ ৫২
কবিতার কথকতা ৫৪

কেউ কথা রাখেনি

আমার জন্মের মুহূর্তে
মা আমার কপালে ভালোবাসার প্রগাঢ় চুম্বন এঁকে দিয়ে বলেছিলো
তোকে আমি সারাজীবন বুকে বুকে আগলে রাখবো।
ভালোবাসার অমৃতধারা দিয়ে উজ্জীবিত রাখবো অনন্তকাল।
কিন্তু মা-আমার কথা রাখেনি -
একাত্তরে ধর্ষিতা হয়ে
নীরব অভিমানে সবুজের জমিনে রক্তিম সূর্য হয়ে গেছে।
পিতা, তার ইউক্যালিপটাসের মতো ঋজু দেহ
টান টান করে বলেছিলো প্রত্যয়ী উচ্চারনে -
তোমাকে আমি পথ দেখাবো সত্যের – ন্যায়ের -
পৌঁছে দেবো পথের প্রান্তসীমায় – প্রার্থিত দিগন্তে।
কিন্তু পিতা তার পথ চলতে চলতেই পঁচাত্তরের মধ্যভাগে এসে
হঠাৎ হারিয়ে গেলো গভীর লজ্জায় আর আত্মধিক্কারে।
আমার সাহসী ভাই কথা দিয়েছিলো -
তোমার সংগ্রামী মিছিলে আমি হবো তোর সাহসী চেতনা।
কিন্তু হায় মারীচ – মধ্যপ্রাচ্য!
তোর অলীক স্বর্নমৃগের মোহময় হাতছানি সে এড়াতে পারেনি –
তাই সে আজ মধ্যপ্রাচ্যে!
আমার স্নেহময়ী বোন
একদা যে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বলেছিলো
আমার মায়ের অভাব পূরণ করে দেবে -
আমাকে ভালবাসা দেবে

যুদ্ধ-ক্লান্ত আমার হৃদয়ে উত্তাপ দেবে—
সে আজ, শুনি, কোথায় কোন গার্মেন্টসে নাকি কাজ করে
উপার্জন করে কাড়ি কাড়ি টাকা।
কিন্তু, খুউ-ব উচ্চমূল্যে -
সমস্ত ভালোবাসা আর সম্ভ্রমের বিনিময়ে।
আসলে কেউ কথা রাখেনি।
এমনকি আমার প্রিয়তমা প্রেমিকা,
যে একদিন বলেছিল -
ভালোবাসাহীন এই পৃথিবীতে তুমি ভালোবাসার স্বর্গ রচনা করো
আমি হবো তোর অনন্ত প্রেরণাদাত্রী—
সেও আজ উৎকেন্দ্রিক নগর সভ্যতার আবর্তে পড়ে
কেমন অপরিচিতা হয়ে গেছে।
কেউ যখন কোন কথা রাখেনি
তখন আমারইবা কি দায়ভাগ একাকী সমস্ত কথা রাখার?
তাই মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় বিকিয়ে যাই সময়ের কাছে
হারিয়ে যাই শিকড়হীন সভ্যতার এই উন্মাতাল আবর্তে।
কিন্তু পারি না।
পারি না কিছুতেই ভুলে যেতে পিছুটান আমার জন্মের প্রতি—
আমার দুঃখিনী জননীর অপাপবিদ্ধ ভালোবাসার প্রতি।

১০ মে '৮৫
হোটেল আল-বেলাল
ঢাকা।

কলমী বন্ধুকে

যদি কোনদিন তুমি বরকতের এ বাংলায় আসো
দেখবে এখানে ছোপ ছোপ রক্ত লেগে আছে নিসর্গের বুকে
ভিড় জমিয়েছে দোয়েল, কোয়েল, শ্যামা আর খঞ্জনা—

যদি কোনদিন তুমি সালামের এ বাংলায় আসো,
দেখবে এখানে ফোটেনাকো বসন্তে ধবল চৈরী
পীতাভ ড্যাফোডিল আর ডায়ান্হাস ধনীর বিলাস নিকুঞ্জে
বাংলার বুক জুড়ে শুধু, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ আর মান্দারের ভিড়।

যদি কোনদিন তুমি রফিকের এ বাংলায় আসো,
দেখবে এখানে পীচঢালা রাজপথ নহে নিকষ কালো
ভরত পাখীর প্রভাত সংগীতে জেগে ওঠেনাকো এ দেশের মানুষ
এখানে রক্তের আশ্চর্য কারুকার্য রাজপথে ঘুম ভাঙে বারুদের গন্ধে

যদি কোনদিন তুমি জব্বারের এ বাংলায় আসো,
দেখবে এখানে বাংলার নিসর্গ ক্যামোন রক্তের প্রলেপ মাখা
ঠিক য্যানো জয়নুলের আঁকা প্রভাত সূর্যের ছবি
কারণ-বাংলার মানুষের হিমোগ্লোবিনে শুধু, কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ।

যদি কোনদিন তুমি শহীদদের এ বাংলায় আসো।

২৪ জানুয়ারী '৭৬
সিলেট

প্রতিবোধ

মিথ্যে, তাহা মিথ্যে,
ইতিহাস যা বলে গেছে সব মিথ্যে!
মিথ্যে যত অনাগত ভবিষ্যের বুকে
সৃষ্টির সোনালী স্বপন!
শুধু সত্য এই একান্ত মুহূর্ত
আর সত্য এই আমি—
এক মূর্তিমান কবি
হতাশা-প্রপীড়িত, যুদ্ধ-ক্লান্ত
জীবনের ধূসর জমিনে বুনে চলেছি
প্রত্যয়ী প্রাণের উষ্ণ আবেগ মঞ্জরিত
কবিতার স্বপ্নিল বীজ।

২১ জুন '৭৬
সিলেট

নারী তুমি বিবসনা হও

নারী, উর্বরা হে রমণী,
তোমার উর্বর ক্ষেত্র আর সঞ্জীবনী ফল্গুধারা
অনাবিষ্কৃত হয়ে পড়ে আছে আজো
সভ্যতার মায়াবী পর্দার অন্তরালে।

তাই দেখো, তোমার পুরুষ প্রবর
তোমার উর্বর ক্ষেত্র আর সঞ্জীবনী ফল্গুধারার খোঁজে
মায়ামৃগের পেছনে ছুটে ছুটে
মরুভূমির বুকে আজ ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
মরণের ঘরে দোদুল্যমান নক্ষত্র হয়ে আছে।

তাই হে নারী, তুমি বিবসনা হও আজ,
উন্মুক্ত কর তোমার
ঐশ্বর্যের গোপন ভান্ডারের প্রবেশদ্বার।
নগ্নায়িত করে মেলে দাও
তোমার দেহের প্রতিটি ভাঁজ—তোমার উর্বর ক্ষেত্র;
কর্ষণে কর্ষণে ক্ষত বিক্ষত হতে দাও তারে।
তারপর, বেদনানীল সে ক্ষেত্রো' পরে দেখা দিক
ফলবান বৃক্ষের একটি সতেজ সবুজ অংকুর।

১৪ নভেম্বর '৭৬
সিলেট

আমাকে মিছিলে যেতে দাও

নবজাত ভোরের কৃষ্ণ বুকের উপর
নগ্নপদ মিছিল দেখলেই
আজো মনে পড়ে—
সেই মলিন বসনা শোকার্তা রমণীর পাণ্ডুর দৃষ্টি,
মনে পড়ে—
পঁচিশ বছরের ক্রমাগত নৈরাশ্যের ছাই ঢাকা তার
আকাঙ্খার সযত্ন লালিত প্রত্যয়ী অংকুর
বাঁচিয়ে রাখার ক্ষীনতম প্রত্যাশার কথা,
মনে পড়ে—
শোকার্তা সে রমণীর পাশ কেটে নিঃশব্দে এগিয়ে চলা
সুদীর্ঘ মিছিলের প্রতিটি শিশুর মুখ শুঁকে শুঁকে
তার সেই হারানো সন্তানের চেনামুখ খুজে বেড়ানো;
তারপর
ব্যর্থতার দুর্বহ ক্লান্তি নিয়ে তব,
সন্তানের প্রতীক্ষারতা জননী গাভীর উৎসুক্য নিয়ে
অপেক্ষা করা আর এক মিছিলের।
আর ঠিক তখনই
মায়াবিনী 'সার্সীর' আশ্চর্য ভোজবাজীর মতো
সেই শোকার্তা রমণীর মুখ
চির খাওয়া বাংলার মানচিত্র হয়ে যায়।
আর আমি
বরকতের মতো শহীদ হতে হতে
শুধু শেষ চীৎকার করে বলি—
আমাকে আর একবার মিছিলে যেতে দাও।

০৫ ফেব্রুয়ারী '৭৭
সিলেট

রমণী ও তার রমণীয় ভালবাসা

বিগত যৌবনা কোন এক রমণী গোধূলীর বিবর্ণতা নিয়ে
এই ম্লান ধূসর পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে
একদিন হারিয়ে গিয়েছিল হেমন্তের কোন এক বিষন্ন সন্ধ্যায়।
জয়নুলের কাক বা পিকাসোর গোয়েনির্কা নয়
রিক্তা গোধূলী ম্লান সে বিগত যৌবনা রমণীই
ভীষণ ব্যথাতুর করে আমাকে—ঠেলে দ্যায় আত্মহননের পথে।
তবু, পিঠ ভরা কুঁজ নিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে ক্লান্ত কোয়াসিমোদো
অথবা, রাজপথে বাতি ফেরী করে ফেরা সেই বাতিওয়ালার মতো
আমিও, নষ্টা নারীর প্রতি দুর্নিবার আকর্ষনের মতো
ক্যামোন একটা সর্বনাশা মোহে আচ্ছন্ন হোয়ে,
সে বিগত যৌবনা রমণীকে খুঁজে ফিরেছি
পৌষের হিমেল পৃথিবীতে ধূমল অন্ধকার সরিয়ে সরিয়ে।
আর সেই রমণী
রমণীয় শরীরে তার রমণের সমস্ত বৈভবকে ছড়িয়ে
মিটি মিটি জ্বলা জোনাকীর ভূতুরে আলোয়
শেষ রাতের পেঁচার প্রেতায়িত ধ্বনি, কিম্বা,
ক্লান্ত দুপুরের কাকের কালো কর্কশ ডাকে আত্মবিস্মৃত হোয়ে
বাদলভেজা আলপথে লঘু পদচিহ্ন রেখে রেখে
ঘাস কাদা মাড়িয়ে—ভিজে-চুপসে—
বৃষ্টি ভেজা কাকের মতো জবু থবু হোয়ে
এসে দাঁড়িয়েছে এই ঘোর অন্ধকার বর্ষণ সন্ধ্যায়।
না, তিমির বিলাসী হোয়ে নয়
তার বিগত যৌবনকে—
প্রাণোচ্ছল জীবনকে—
এই বর্ষণকে ভালোবেসে।

১৬ জুন '৭৮
মৌলবী বাজার

অরন্য দীপিত হোক

এই ক'দিন আগে ও তো এমন ছিল না
এখন সুগভীর অরন্যানী আমার চারিদিক
ক্রমশঃ গ্রাস করছে

অরন্যের ভাষা আমি বুঝি না
সে গম্ভীর নির্ঘোষ - সে নিকষ কালো শব্দাবলী
আমার কেবল দীর্ঘ ন'মাসের কালো রাত্রি বলে ভ্রম হয়
আমি বিমূঢ় হই— হতচকিত হই
অন্তর্লীন এক বিস্ময়ে আর বেদনায় হতবাক হই

ঈশ্বর
তুমি তো আমার হৃদয়ে চেতনার দীপাবলী জ্বালো
তুমি তো তোমার চকিত বিদ্যুতালোকে খণ্ডিত করো আমার
অহংবোধের নিরংশী অন্ধকার

অতএব ঈশ্বর
আমি চাই
তোমার দীপ্তির একটুকু রেশ একবার বিচ্ছুরিত হোক
অরন্যের অন্ধকার মনন প্রদেশে
সে বিচ্ছুরন একবার শুধু দাবানল হোক
শুধু একবার সে অরন্য দীপিত হোক।

২১ ফেব্রুয়ারী '৮১
সিলেট

কবি ঃ ঈশ্বরের অঘোষিত শান্তির দূত

প্রশান্ত আনন্দের এক নিমেষের ফসল হয়ে
মাতৃ জরায়ু থেকে নেমে এলাম
তরঙ্গ সংক্ষুব্ধ পৃথিবীর প্রাণ সমুদ্রে
যে মাহেন্দ্র মুহূর্তে,
তখন থেকেই আমি ছিলাম আমৃত্যু এক শান্তির সেনানী।
বস্তুতঃ আমি কবি
আমি ঈশ্বরের এক অঘোষিত শান্তির দূত।

কবিরা শান্তি চায়;
শান্তিকামী কোটি মানুষের জাতিসংঘে তাই
কবিরা তাদের প্রিয়তম প্রতিনিধি।
সেখানে তারা হৃদয়ের মাইক্রোফোনে
অবিরাম প্রচার করে সাম্য আর শান্তির ললিত বাণী,
কাব্যের সুনির্মিত ছিলায় যোজনা করে চলে
শব্দের নিপুণ শব্দভেদী বান
শান্তির শত্রুদের প্রতি।
আর তাই যুগে যুগে
কবিরা পতিত হন রাজরোষে;
লোরকা নিহত হয় গুপ্তঘাতকের হাতে
বিশ্ব স্বীকৃতি পেয়েও কারারুদ্ধ হয় সোলঝেনিৎসিন
সামাজিক অবজ্ঞা আর অবহেলায় জীবন ক্ষয়িত হয়
বোদলেয়ার মধুসূদন কিংবা নজরুলের
সামরিক অত্যাচারে নিহত হয় নেরুদা।
কিন্তু কবিরাও প্রতিবাদী হয় শান্তির সপক্ষে;

অন্যায়ের প্রতিবাদে রাজ উপাধি বিসর্জন দেয় রবীন্দ্রনাথ
শব্দের কার্তুজে আগুন ঝরায় নজরুল কিংবা সুকান্ত
ফেরদৌসী প্রত্যাখ্যান করে ঈর্ষণীয় রাজ ঐশ্বর্য।
আমি কবি,
ভিয়েতনামে, কম্বোডিয়া, ইরিত্রিয়ায়
কিংবা আয়ারল্যান্ডে
শান্তির নিধনযজ্ঞ দেখে উদ্বেগাকুল আমি
শত্রুর নিমেষক্ষিপ্র মারনাস্ত্রের বিরুদ্ধে
পাঠাই অনন্ত নক্ষত্রের মতো দীপ্র শব্দের মিসাইল,
পাঠাই আমি শব্দের মোহন অস্ত্রে সজ্জিত
লাখো কবিতার শান্তি বাহিনী;
পরাশক্তির পারমাণবিক পরাক্রম প্রতিযোগিতা দেখে
অধীর উৎকণ্ঠায় আমি বিনিদ্র রচনা করি
বিশ্ব শান্তির অমোঘ চার্টার,
বিশ্বের আবহাওয়া দূষিত হওয়ার আগেই
যা আমি পাঠিয়ে দিতে চাই পৃথিবীর সর্বত্র
মহাশূন্যে আর মহাজলধির বুকে
শান্তির অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে।
আমি কবি
শান্তির জাতিসংঘে আমি তাই
শান্তিকামী কোটি মানুষের স্থায়ী প্রতিনিধি।
শান্তি চাই আমি
মেধায় আর মননে
শান্তি চাই শান্তিহীন প্রতি জীবনে।
যুদ্ধে নয়, শান্তি চাই প্রেমে আর ভালবাসায়
শান্তি চাই শব্দের সুমিত প্রণয়ে— কবিতায়।

৩১ ডিসেম্বর '৮১
সিলেট

প্রিয়তমেষু

প্রিয়তমা,
আমি আজ এক দুঃসময়ের মুখোমুখি।
আমার আকাশে চাঁদ নেই।
অতএব, বুঝতেই পারছো
নন্দনতত্ত্বে আস্থাশীল হতে পারছি না।
একটা ক্রমাগত অন্ধকার কেবলই
ভয়ালদর্শন হাঙরের মতো ক্রমশঃ গ্রাস করছে
আমার চারিদিক-আমার পারিপার্শ্বিকতা—
যেন করালী মেদুষা।
হেমন্তের এই বিষন্ন আকাশে সুবাতাস নেই
বাগানে ফুল নেই—সবৎসা গাভীরা আজ দুগ্ধশূন্য,
নবান্নের সৌরভের পরিবর্তে
হেমন্তের বাতাসে আজ কেবলি সর্বনাশের উৎকট সুবাস।
যন্ত্রণায় ক্লিন্ন আমার হৃদয় শুধু
অস্থিরতার করাল ছায়ায় আমূন্ডু বিদ্ধ।
তবু, প্রিয়তমা, আমি তো জানি
তোমার আগমণের কাঙ্খিত মাহেন্দ্রক্ষণ প্রায় সমুপস্থিত।
আর তাই, এই দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও
সহস্র প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে
বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে যুদ্ধমান আমি
শুধু কাঙ্খিত প্রিয় মিলনের সেই ব্যগ্রপ্রতীক্ষায়।
কারণ, আমি জানি,
তুমি এলেই আমার চারিদিকে সুবাতাস বইবে।
বাগানে ফুল ফুটবে—

জননী গাভীরা দুগ্ধবতী হবে।
তুমি এলেই
আমার হৃদয় থেকে অস্থিরতার ছায়া কেটে গিয়ে
শীতের সোনালী রোদের মতো পাখা মেলবে
প্রশান্তির স্বপ্নিল আলো।
আর তাই, এই দুঃসময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও
প্রবল প্রত্যয়ে যুদ্ধমান আমি
প্রিয়তমা, শুধু তোমারি প্রতীক্ষায়।

২৯ নভেম্বর '৮১
ঢাকা

আমাকেই রচনা করতে হবে
আমার এপিটাফ

ভালোবাসা ভালোবাসা বলে
তুমি মিথ্যে মাথা ঠুকে মরো অন্ধ দেয়ালে।
ভালোবাসা সে তো মরে গেছে গত গ্রীষ্মকালে।
তুমি যাকে ভালোবাসা বলো
আমি বলি তারে মোহ।
প্রাপ্তির তীব্রতম বোধ নিয়ে
সত্তাহীন কোন বস্তুপুঞ্জের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ
সে তো ভালোবাসা নয়।

বস্তুত ঃ—
এই পৃথিবীতে আজ আর ভালোবাসা নেই
হৃদয়জ কোনো উচ্চারণ নেই
মানবিক মূল্যবোধ নেই
কোনো মানুষের মৃত্যুতে কারো বিষাদিত বিলাপও
নেই।
এখানে এখন আলোহীন দিবসেরা কেবল
গোপন মন্ত্রণা করে অন্ধকারের সাথে।
এখানে কেবল নিঃশ্চেতনার এক আগ্রাসন
জুড়ে থাকে সারাক্ষণ
এখানে সবাই যেনো এক এক যন্ত্রমানব
সত্তাহীন ঘুরে ফিরে শুধু কারো অদৃশ্য ইঙ্গিতে।

আমি জানি,
একদিন আমার অবহেলিত মৃত্যুতে

কোনো অশ্রুর প্লাবন বইবে না,
কারো বিষাদিত বিলাপ বা দীর্ঘশ্বাস
গ্রীষ্মের খর বাতাসকে ভারাতুর করবে না,
কোনো কবি রচনা করবে না এক পঙক্তি
শোক গাঁথা।
আমাকে তাই, নিজেকেই রচনা করে যেতে হবে
আমার এপিটাফ।

৮ জুলাই '৮৪
সিলেট

ইদানীং জীবন

ইদানীং জীবন কেমন যেন মৃত্যুগন্ধময়।
জীবনের চারিদিকে আজ ঘনিয়ে আসে
বিনাশের প্রলম্বিত কালো প্রচ্ছায়া।
আর আমার বোধির গভীরে
ক্রমাগত জন্ম নেয় কেবলি এক বিনাশী চেতনা ।
ইচ্ছে হয় হারিয়ে যাই শূন্যতার অতলান্তে।
নিমজ্জিত হই দিগন্তলীন অন্ধকারের এই বিশাল ব্যাপ্তির মাঝে।
কিন্তু তখুনি -
অন্তর্গত সত্বার গভীরে শুনি এক করুণ নিনাদ,
মগ্ন চৈতন্যে বুঝি বেজে ওঠে জীবনের 'পাঞ্চজন্য'
সচকিত হই নিমেষে।
বিনষ্টির মোহজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসি
সমর্পিত করি নিজেকে
প্যান্ডোরার বাক্সের সেই একমাত্র অবশিষ্ট বস্তু আশার পত্রপুটে।
আবার শুরু করি
অন্বিষ্টের সন্ধানে সেই অনাদি অনন্ত যাত্রা।

১১ জুলাই'৮৫
লন্ডন

পিতার প্রতি পুত্রের খোলা চিঠি

পিতা,
দুঃখই আমার আজন্মের সহযোগী।
জন্মেই দেখেছি
ক্ষুধা, বন্যা আর মহামারী একান্ত প্রতিবেশী।
আর এই বৈরী প্রকৃতির পাশাপাশি
আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে সদা প্রস্তুত
আমারই হিংস্র স্বজন।
অথচ পিতা, তুমি আপন সবল সন্তানের
সমস্ত অন্যায় আচরন নির্বিবাদে এড়িয়ে গিয়েছো
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মত;
আর এই হিংস্র স্বজনের নখরাঘাতে ক্লিন্ন কত জীবনের আর্তনাদ
বানভাসিতে বিরানি চরের
স্বামীহারা পুত্রহারা কত সখিনার করুন মাতম
সমস্ত কিছুতেই বধির থেকে
নিজেকে নিমগ্ন রেখেছো আপন ভাগ্যের উন্মত্ত পাশা খেলায়।
তবে কি পিতা, তুমি সত্যিই বধির ?
নাকি এ স্বেচ্ছা-বধিরতা তোমার
সুদক্ষ কোন সৈন্যের সুনিপুণ দৈহ বর্মের মতো ?
তোমার তো সমস্ত ইন্দ্রীয় আজ অনুভূতিহীন পিতা,
তাই জানো না খবর।
অতএব জেনে রাখো—
বাতাসে আজ কেবলি রক্তের গন্ধ ;
ঈশানের পুঞ্জমেঘে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস।
এবার যদি রক্ত দিতে হয়, পিতা,

দিতে হবে তাদেরই-এতোদিন যারা রক্ত করেছে শোষণ।
আর যদি ঝড় আসে
তবে ছিন্নমূল নয়—এবার মূলে ধরেই দেবে টান।
অতএব, সাবধান পিতা-
এবার যা হারাতে হয়-তা তোমাদেরই।
কারণ-
শোষণ আর বঞ্চনা ছাড়া
আমাদের তো হারাবার আর কিছুই নেই।

২৪ জুলাই'৮৫
লণ্ডন

ভালোবাসার পংক্তিমালা

পাতারা সব ঝরে গেল
গাছেরা হয়ে পড়ে রুক্ষ কঠিন,
ভালোবাসা মরে গেলে
মানুষও হয়ে যায় অস্তিত্ববিহীন।
ভালোবাসা আছে বলেই
মানুষেরা বেঁচে আছে এ জগতে,
সূর্যকে ভালোবেসেই
পৃথিবী ঘুরে তার কক্ষপথে।
সমস্যা সংকুল এ পৃথিবীতে
মরিতে মরিতে কতবার বাঁচিয়াছি,
তোমাকেই ভালোবেসেছি
আজো তাই এ জীবনে বেঁচে আছি।
ক্ষয়িত প্রাণের এ পৃথিবীতে
যদি চাও প্রাণ স্পন্দিত নূতন জীবন,
আমাদের এ সকল প্রাণে
আনো তবে ভালোবাসার মহাপ্লাবন।

১৯ সেপ্টেম্বর'৮৫
লন্ডন

লণ্ডনে এক রাত্রি

রাত্রি দশটা গত হয়েছে কিছুক্ষন হলো।
আঁধার নেমেছে কখন সেই বিকেল চারটেয়
রাত্রির শরীরে এখন যৌবনোন্মুখ তরুণীর মতো উচ্ছলতা।
বিচিত্র বর্ণের আলিম্পনে বর্ণিল নিয়ন আলোয় উদ্ভাসিত
মহানগরীর ব্যস্ততম এলাকার এক বাস ষ্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি
—কর্মশেষে ফিরে যাবো ইপ্সিত গন্তব্যে
যেখানে আমার প্রিয়তমা স্ত্রী
সেন্ট্রাল হীটিং এর মতো তার ভালবাসার উষ্ণতা ছড়িয়ে
অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।
বিদায়ী হেমন্তের শীতার্ত রাত্রি
সেই কৈশোরে দেখা
বসন্তের উদ্দাম বাতাসে উড়ে যাওয়া শিমুল তুলোর মতো
হালকা বরফেরা উড়ে উড়ে যাচ্ছে নগরীর হিমেল বাতাসে।
তবু এই হিম শীতলতা উপেক্ষা করেই
কর্মচঞ্চল মানুষের সরব উপস্থিতি দৃশ্যমান সর্বত্র
গায়ে অভার কোট, হ্যাট, গ্লাভস আরও কত কি শীত বস্ত্র
শীতের বিরুদ্ধে যেন এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর।
দেখি-আনন্দোচ্ছল যুগল যুবক যুবতী
ফুটপাত ধরে হেটে যাচ্ছে আলোর বন্যায় ভেসে ভেসে -
হৃদয়ের গুঞ্জরণে মুখরিত তাদের প্রতিশ্রুত ভবিষ্যত
সহসা—জন্মের অধিকারেই বুঝি
আমার স্মৃতির ফ্লাশব্যাকে ভেসে উঠে
হতাশা প্রপীড়িত স্বদেশ আর স্বজনের ছবি
শহরের ফুটপাত গুলোতে পৌষের হিম রাত্রে

কুকুরের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে
শীতবস্ত্রহীন শুয়ে থাকা অসংখ্য মানুষের মুখ।
ভেসে ওঠে—
ব্ল্যাক আউটে আক্রান্ত আমার গ্রাম—প্রিয়তম স্বদেশ
যেখানে আলোহীন দিবসেরা কেবল
গোপন মন্ত্রণা করে অন্ধকারের সাথে
যেখানে কোন যুবকের কণ্ঠে উচ্চারিত হয় 'জন্মই আমার
আজন্ম পাপ'
পরিচিত মৃদু গুঞ্জরণে হঠাৎ আমার আচ্ছন্নতা কেটে যায়
চেয়ে দেখি ছুটে আসছে উজ্জ্বল লাল রংএর এন—৮৩
আমার প্রতীক্ষিত বাস
আমার কেন যেন মনে হতে থাকে
আমার স্মৃতির ফ্লাশ ব্যাকে জমে থাকা তমসার বুক চিরে
ক্রমশই যেন ফুটে উঠছে ভোরের উজ্জ্বলতা।

২৮ নভেম্বর '৮৫
লন্ডন

অংগীকার

পারমাণবিক যুদ্ধের সমূহ সম্ভাবনায়
আতংকিত আজকের এই পৃথিবীতে
চারিদিকে যখন শুনি প্রতিনিয়ত ভাঙনের শব্দ
নীতি নিয়মের নীলাকাশে দেখি অবক্ষয়ের অন্তহীন আগ্রাসন
আর আলোহীন দিবসেরা যখন
কেবলই গোপন মন্ত্রণা করে অন্ধকারের সাথে
তখনও দেখি প্রত্যাশিত শান্তির অন্বেষায়
সমূহ স্রোতের বিপরীতে দ্বিধাহীন পথ চলে কতিপয় সাহসী মানুষ
মার্টিন লুথার কিং, ববি স্যান্ডস, ইসহাক, সেলিম, বসুনিয়া,
বিশপ টুটু, ইশিদা, নেলসন ম্যান্ডেলা
কেবলি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতরো হয় মিছিলের সারি
কিন্তু কাংখিত সে শান্তি
পলাতক আজো পারমাণবিক ওয়ারেন্টের ভয়ে
অতএব, আজ আর কোন গোপন মন্ত্রণা নয়
নয় দ্বিধা—তাড়িত কোন বিভেদ চেতনা
আজ শুধু আমাদের সম্মিলিত একমাত্র উচ্চারণ হোক
শান্তি চাই
আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের অংগীকার
পারমাণবিক আতংকবিহীন পরিপূর্ণ এক শান্তি
কারণ, শান্তি ছাড়া
এ পৃথিবীতে আজ আর কিছু কাম্য নেই
অতএব, শান্তি চাই—শান্তিহীন প্রতি জীবনে
শান্তি চাই আমাদের সকলের মন আর মননে
যুদ্ধে নয়, শান্তি চাই
ভালোবাসায়—হৃদয়ে হৃদয়ে
শান্তি চাই কবিতায়—শব্দের সুমিত প্রণয়ে।

২২ ডিসেম্বর '৮৫
লন্ডন

স্বাধীনতাকে চেয়েছিলাম বলেই

স্বাধীনতাকে চেয়েছিলাম বলেই
একাত্তরের তরুণ শব্দসৈনিক আমি মুক্তি সেনানী হয়েছিলাম,
প্রিয়তম কলমের পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র, আর
শব্দ ও উপমার সম্ভার ছেড়ে তাজা তাজা বুলেট আর গ্রেনেড হাতে
তুলে নিয়েছিলাম।

স্বাধীনতাকে চেয়েছিলাম বলেই
শোষকের বিশাল কালো থাবা থেকে
স্বাধীনতার রক্তিম সূর্যকে রক্তমূল্যে ছিনিয়ে এনে
সবুজ প্রান্তরের পটভূমিতে বসিয়ে বিজয় পতাকা বানিয়েছিলাম।
কিন্তু স্বাধীনতা কা'কে বলে-আজও বুঝিনি
আজও জানিনি-স্বাধীনতা সে কেমন!
বুঝিনা আজো-স্বাধীনতা যুদ্ধ করে কি চেয়েছিলাম।
আজ তাই-স্বাধীনতার এই দেড় যুগ পরেও
স্বাধীনতা-স্বাধীনতা- বলে অন্ধ দেয়ালে মিথ্যে মাথা ঠুকে মরি,
মেকী বন্ধুত্বের 'মেক-আপে'
শত্রুকে দেখে আজও তাই বন্ধু বলে ভুল করি,
পোষাকের অন্তরালে শানানো ছুরি দেখেও
বন্ধু ভেবে বুকে জড়িয়ে ধরি।
এবার তাই রক্ত শপথ নিয়েছি
যদি আর কোন যুদ্ধ করি-
শত্রুকে আগে চিনে নেবো-বুঝে নেবো বিজয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য।
স্বাধীনতাকে চেয়েছিলাম বলেই
একাত্তরে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলাম,
আর অর্থবহ স্বাধীনতাকে চাই বলেই
আজো হৃদয়ে জ্বালিয়ে রাখি প্রত্যয়ী শপথের এই অনির্বাণ শিখা।

৫ মার্চ '৮৬
লণ্ডন

প্রত্যাশার সোনালী বন্দর

ইদানীং আমরা সবাই যেন দুঃসংবাদের হাতে বন্দী।
হেমন্তের গাঢ় কুয়াশার মতো
আমাদের জীবনের চারিদিকে কেবলি ঘনিয়ে আসে
দুঃসংবাদের করাল ছায়া।

ঘুম থেকে উঠেই প্রথম যে সংবাদ পাই তা'ই দুঃসংবাদ
কাগজের প্রথম পাতা জুড়ে দেখি শুধু দুঃসংবাদেরই শিরোনাম।
জীবনের চারিদিকে কেবলি অন্যায় আর অসত্যের রাজত্ব
মানুষেরই সমাজে দেখি অমানবিকতার উৎকট উল্লাস।
আর স্বাধীনতার এই দেড় যুগ পরেও দেখি
স্বাধীনতা বন্দী ব্যক্তির ইচ্ছার দাসত্বের শৃংখলে,
মৌলিক অধিকারগুলো ঠিকানাবিহীন ঘুরে বেড়ায়
অন্ন-বস্ত্রহীন ছিন্নমূল কোন বালকের মতো।

তবু জানি, আঁধারের বুক চিরেই ফুটে উঠে ভোরের উজ্জ্বলতা,
তেমনি একদিন নিশ্চতই কেটে যাবে দুঃসংবাদের এ অমা রজনীও।
তাই দুর্মর প্রতীক্ষায় আছি
কবে দুঃসংবাদের ধূসর কুয়াশা কেটে কেটে
সুসংবাদের তরী এসে ভিড়বে আমার প্রত্যাশার সোনালী বন্দরে।

৬ মার্চ'৮৬
লণ্ডন

প্রত্যক্ষ করবো ভোরের সূর্যোদয়

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা খেলেছি অনেক, হয়েছে অনেক রক্তক্ষয়,
রক্তে রক্তে লিখেছি ইতিহাস তব, হয়নি'ক যুদ্ধজয়।
যুদ্ধ করে কি আমি চেয়েছি
যুদ্ধ শেষে কি'ই বা পেয়েছি ?
তবে কি ব্যর্থ যুদ্ধ সব ?-আজ এ প্রশ্ন একার নয়।

যাহানে আমরা যুদ্ধ করেছি- মাতৃভাষা বাংলা চাই
একাত্তরে স্বাধীনতা চেয়ে মরণপণ করেছি লড়াই।
তবু বাংলা বন্দী ফাইলের পাতায়
উপস্থিত শুধু মঞ্চে আর কবিতায়
আর স্বাধীনতা পেয়েও বলতে হয়-মুক্তি চাই।

অতএব এবারে আর আমাদের যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা নয়
এবারে হবে শেষ যুদ্ধ-ছিনিয়ে নেব চূড়ান্ত বিজয়।
চূড়ান্ত সে যুদ্ধের প্রস্তুতি আজ শেষ
রাত্রিভর তাই জেগে আছি অনিমেষ
রাত্রিশেষে আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করবো ভোরের সূর্যোদয়।

৯ মার্চ'৮৬
লণ্ডন

এমন একদিন ছিল

এমন একদিন ছিল
আমাদের বীর্যবান পূর্ব পুরুষেরা
হৃদয় উৎসারিত সংগীতের মূর্ছনায় লাঙল চালিয়েছে মাঠে
ফলিয়েছে রাশি রাশি ধান।
গোলা ভরে তুলে এনেছে
সারা বছরের হাসি আর আনন্দের ফসল।
কিন্তু সে আজ ইতিহাসের অন্তর্গত।
আজ কৃষকেরা ভূমিহীন।
উদয়াস্ত লাঙল চালিয়ে মাঠে যা ফলায় তারা
তার সিংহভাগ চলে যায় পরজীবি মুষ্টিমেয়ের হাতে।
তাই, অর্ধভুক্ত শীর্ণকণ্ঠ কৃষকের হৃদয় তন্ত্রীতে,
সংগীতের সুর মূর্ছনা নয়-বাজে শুধু আজ বেদনার বীণ।

এমন একদিন ছিল
আমাদের আনন্দোচ্ছল পূর্বপুরুষেরা
বৈশাখী আর গাজনের মেলায় ভিড় জমিয়েছে
সারারাত জেগে শুনেছে পালা গান আর কবির লড়াই।
কিন্তু সে আজ ইতিহাসের অন্তর্গত।
আজ আর আনন্দমেলা বসে না কোথাও;
পালাগান আর কবির লড়াইয়ে নয়-,
শংকাকুল কৃষকের বিনিদ্র রজনী কাটে তস্করের ভয়ে।

এমন এক দিন ছিল
আমাদের অতিথি পরায়ণ পূর্বপুরুষেরা
প্রতিদিন আপনানন্দে অতিথি সৎকার করেছে,
প্রতি মুহূর্তে খবর নিয়েছে প্রতিবেশীদের সুখ-দুঃখের
একে অপরের আনন্দ-বেদনায় শরীক হয়েছে,
গড়ে তুলেছে সামাজিক প্রীতি আর সৌহার্দের অপূর্ব মিলনকেন্দ্র।
কিন্তু সে আজ ইতিহাসের অন্তর্গত।
আজ সামাজিক সম্প্রীতি নেই
মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে গেছে-ভালবাসা আজ অর্থহীন।
অতিথি সৎকার নয়-
প্রত্যেকেই আজ নিজ গৃহে অভুক্ত অতিথি।

এমন একদিন ছিল
আমাদের সমস্ত কিছুই ছিল-
গোলাভরা ধান-বুকভরা ভালবাসা-মানবিক মূল্যবোধ
কিন্তু বহিরাগত শিকড়হীন সভ্যতা
আমাদের হৃদয় থেকে শুষে নিয়ে গেছে সমস্ত ভালবাসা
হরণ করে নিয়ে গেছে মানবিক মূল্যবোধ।
আর এই সভ্যতার সুযোগ-সন্ধানী জারজ সন্তানেরা
চুরি করে নিয়ে গেছে বাকী যা কিছু ছিল-
আমাদের সম্পদ, আমাদের বীর্য আর সমস্ত অধিকার।

৮ই জুলাই '৮৬
লন্ডন

মালবিকা, তুমি কোথায় ?

হৃদয়ের অনন্ত আকাশ জুড়ে যখন
বিষাদ আর নৈরাশ্য মেলে দেয় বিনাশের নিরংশী অন্ধকার,
চেতনার রাজ্য জুড়ে যখন ক্ষুধার্ত অবক্ষয়
ক্রমশঃ কুরে কুরে খায় সমস্ত মানবিক মূল্যবোধ,
আমার ভালোবাসার দীপাবলী তখন
একে একে নিভে যেতে থাকে মননের স্বর্ণবেদী থেকে।
আর আমি ক্রমশঃ নিমজ্জিত হই বিনষ্টির অতলান্ত গহ্বরে-
যেন শত্রুর টর্পেডো-আক্রান্ত এইচ এম এস শেফিল্ড।
তবুও, অন্ধকারের এই অন্তহীন আগ্রাসনের মাঝেও
আমি প্রাণপণ চেষ্টা চালাই ভালোবাসার একটি প্রদীপ জ্বালাতে।
কিন্তু কোথায় আমার ভালোবাসার মালবিকা?
এখানে প্রতিদিন রাস্তায়, বাসে, টিউবে এস্কালেটরে
মুখোমুখি হই অসংখ্য স্বল্পবাস সুন্দরী রমণীদের
যাদের সৌন্দর্য-চর্চিত রমণীয় মুখ থেকে নিঃসৃত হয়
কেবলি যান্ত্রিক শব্দময়তা,
যাদের গতিময়তার সাথে তরংগিত বুকের উত্থান পতনে
কেবলি বোর্ণমাউথের বিভংগিত বীচিমালার আহ্বান
যাদের রেখাময় সুডৌল নিতম্বের বিপুল আন্দোলনে
কেবলি জাজ সংগীতের উন্মাদনা,
আর নগ্ন পদযুগলের ছন্দিত সঞ্চালনে
কেবলি নাগরিক অস্থিরতা।
এখানে আমার একান্তে ভালোবাসার মালবিকা কোথায়-

কোথায় চারুলতা-'মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' ?
আজ তাই আমি খুঁজে ফিরি আমার ভালোবাসার মালবিকাকে
যার হৃদয়ের বিশাল পিদিমে আমার হৃদয়ের সলতে জ্বালিয়ে
আমি ভালোবাসার প্রদীপ জ্বালাতে চাই।
কারণ আমি তো জানি
কোনো পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বা তারকা যুদ্ধের কর্মসূচী,
এমন কি কোনো 'সল্ট' চুক্তি ও নয়
একমাত্র ভালোবাসার নির্মল প্রদীপের আলোই
আমাদের সকলকে অন্ধকারের এই আগ্রাসন থেকে বাঁচতে পারে
আমি তাই আমার মালবিকাকে ঘিরে

আমার ভালেবাসার প্রদীপ জ্বালাতে চাই।

২০ জুলাই '৮৬
লন্ডন

এভন নদীর তীরে

মহত্তম এক কবি-পুরুষের শিল্পীত শিলামূর্তির পদ ছুঁয়ে
ক্ষীণাংগী রমণীর মতো নীরব উচ্ছলতায় বয়ে চলা,
হে সুন্দরী এভন,
তোমার পারে পারে ভিড় করা 'হলিডে-মেকার'দের
কলোলিত কলতানে
দুপাশের পত্রে-পুষ্পে পল্লবিত বৃক্ষরাজির পল্লব-মর্মরে
আর তোমার ফেনায়িত বুকের উপর দিয়ে
রাজহংসের সাবলীলতায় ঢেউ কেটে চলা জলযানগুলোর শব্দিত গতি—
সমস্ত কিছুতেই তুমি অমিত বৈভবে ধরে আছো
উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের স্মৃতিময় সিম্ফনী।
এভন, তোমার ফেন-শীর্ষ ছুঁয়ে গড়ে ওঠা
'রয়েল শেক্সপীয়ার থিয়েটার' বা 'শেক্সপীয়ারের জগত'
যেমন মুহূর্তে আমাদের করে তুলে অতীতাশ্রয়ী;
তেমনি কোনো শিল্পীর শিল্পীত ক্যানভাসের মতো
মৌলিক আংগিকে সাজিয়ে রাখা তার জন্মতীর্থ বা 'গ্রামার স্কুল'
আমাদের প্রবল দ্রুতিতে নিয়ে যায় সেই শেক্সপীয়ারীয় জগতে
সাহিত্যের এই প্রবাদ-পুরুষের বিভান্বিত স্মৃতিস্তম্ভের পাশে
কেয়ারী করা ফুলের ধারে বসে উজ্জ্বল এক প্রৌঢ় দম্পতি
বুঝি আলাপ চারিতায় খুঁজে ফেরে সাহিত্যের কোনো গূঢ় তত্ত্ব।
আর, পারস্পরিক সান্নিধ্যে ভালবাসার উষ্ণতা খুঁজে ফেরা।
চিড়িয়াখানার সেই যুগল শিম্পাঞ্জীর মতো,
নাতিপ্রশস্ত পার্কের এ পাশে বসা এক উচ্ছল দম্পতিও

এই জনারণ্যের মাঝে খুঁজে ফেরে কেবলি সান্নিধ্যের উষ্ণতা।
তারই পাশাপাশি স্বল্পবাস এক শ্যামাংঙ্গী সুন্দরী
তিরিশ পেন্সের বিনিময়ে ফেরি করে ফেরে
আরাম কেদারার সাময়িক আরাম।
আর বাংলার সহজ শ্যামলিমায় বেড়ে ওঠা
আমরা চারটি যুবক তখন
কালের সীমানা পেরিয়ে আকণ্ঠ নিমগ্ন আপন দুঃখ বিলাশে।
আর এভন, এই সব কিছু নিয়ে তুমি তোমার সমগ্র অবয়বে
মহান এই কবি-পুরুষের পরিপূর্ণ স্মৃতিকে ধারণ করে।
আপন বৈভবে নীরবে বয়ে চলেছো
সেকাল থেকে একাল-আর অনন্ত কালের পথ ধরে।

২৬ আগষ্ট'৮৬
লন্ডন

স্বগত উচ্চারণ

আমাদের প্রাত্যহিকতায়
আমরা প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হই একটি প্রশ্নের-
ভালো আছেন ?
আসলে, আমরা কেউই ভালো নেই ।
আমাদের সারা অংগে অংগে যেখানে
উপেক্ষা বঞ্চনা আর দারিদ্রক্লিষ্টতার স্পষ্ট ছাপ,
হৃদয় যেখানে না পাওয়ার বেদনায় আর্ত
মস্তিষ্কের কোষে কোষে ধ্বক্ ধ্বক্ করছে যেখানে
বিভেদ আর বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাই চাপা আগুন,
সেখানে আমরা ভালো থাকি কি করে ?
যখন দেখি- স্বদেশ, আমার প্রিয় স্বদেশ
উল্টোরথে সওয়ার হয়ে চলেছে প্রগতির প্রতিকূলে,
ন্যায়, নীতি আর মানবিকতা বন্দী অসুস্থতার কারাগারে
আর যখন দেখি অর্থের সুষম বন্টন বলে
চীৎকার করে গলা ফাটাচ্ছে যারা
তারাই ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিলকে দীর্ঘতর করে
গড়ে তুলেছে ধনের পাহাড় ।
তখন, আমাদের ভালো থাকা- সে কেবলি বাতুলতা ।
তবু, এই সমস্ত বাস্তবতাকেই উপেক্ষা করে
মিথ্যে করেই বলি- ভালো আছি — ভালো আছি !
কিন্তু কতদিন আর এই আত্মপ্রবঞ্চনা ?
আর কতদিন শুধু মিথ্যে দিয়ে ঢেকে যাবো এই রূঢ় বাস্তবতা?
কোনো দিনওকি আমরা অর্জন করবো না
সত্যকে সত্য বলে ঘোষনা দেয়ার স্বাভাবিক সৎ সাহস?
আমাদের বোধের গভীরে কি
কখনো জন্ম নেবে না একটি সুস্থ জীবনবোধ?
কিন্তু সে কবে··· ?

০৯ সেপ্টেম্বর'৮৬
লন্ডন

ভালবাসার কথামালা

আজন্ম আমি কেবল ভালোই বেসেছি।
ভালোবাসি আমি প্রকৃতির বিশাল অংগন।
ভালোবাসি সৃষ্টির এই অপার রহস্য
ভালোবাসি আমি পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরী রমণীদের
আর ভালোবাসা-তাকে ভালোবেসেই ভালোবেসেছি তোমাকে,
হে প্রিয়তমা,
ভালোবাসার রূপ মুগ্ধ আমি এক শবর যুবক।
আমি তাই তোমার রূপ চর্চিত নাগরিক লাবণ্যের মাঝে
খুঁজে ফিরি গ্রাম্য আদিমতা
মার্জিত মাধুর্যের মাঝে স্বাভাবিক সরলতা
আর তোমার পরিশীলিত হাসির অন্তরালে
খুঁজি আমি কোন গ্রাম্য বালিকার সহজ সলাজ হাসি
আজীবন আমি শুধু ভালেবাসাই পেয়েছি
স্বদেশ দিয়েছে আমায় তার সহজাত ভালোবাসা।
জননী দিয়েছে প্রকৃতির মতো অকৃপণ ভালোবাসার উষ্ণধারা
বোনের কাছে পেয়েছি আমি পুষ্পের মতো ভালোবাসার স্বচ্ছতা
আর প্রিয়তমা, তোমার ভালোবাসার উষ্ণতা দিয়েছে আমায়
সৃষ্টির অনন্ত অনুপ্রেরণা;
ভালোবাসার কাছে আবদ্ধ আমি তাই এক অপরিশোধ্য ঋণে।
আমি আজ তাই স্থির প্রতিজ্ঞ
ক্রম-হ্রাসমান ভালোবাসার এই বিশাল পৃথিবী জুড়ে
আমার হৃদয়ের সমস্ত উষ্ণতা ঢেলে
সৃষ্টি করবো আমি ভালোবাসার এক অভয়ারণ্য

যেখানে ক্লান্ত কোনো নিষাদ যুবকের ভয়ে
পালিয়ে বেড়াবে না আর ভালোবাসার হরিণ শাবক।
এমনি করেই
ভালোবাসার এ ঋণ আমি শোধ করে যাবো আজীবন
ভালোবাসার কাছে এ আমার আজন্মের অংগীকার

১১ অক্টোবর'৮৬
লন্ডন

একদিন আমি যখন চলে যাবো

একদিন আমি যখন চলে যাবো দূরে-অনেক দূরে,
তোমার ভালোবাসার উষ্ণতার স্পর্শসুখ থেকে বহুদূরে
জানি, সেদিনও তুমি তোমার মোহনীয় অবয়ব জুড়ে
তেমনি ছড়াবে মুগ্ধতার আবেশ।
আফ্রোদিতির মতো অপ্রতিরোধ্য সম্মোহনী শক্তি দিয়ে
তেমনি তুমি মোহিত করবে আমার মতো অনেক মোহন পুরুষকে;
এই আজকের মতোই সেদিন ও তুমি
তেমনি হবে কতো কবিতার উৎস-সৃষ্টিশীলতার জারিত রস।
তবু কখনও কোনো বর্ষনমুখর রাতে
যদি হৃদয়ের নিভৃতে কোনো অচেনা ব্যথা খচ্ খচ্ করে উঠে
টেলিফোনে কারও কণ্ঠস্বর শুনে যদি
হঠাৎ উদাস হয়ে যায় মন-মনে পড়ে আমাকে
তবে আমার এ কবিতাখানি খুলে পড়ো-
ছন্দের অন্তরালে আমাকেই খুঁজে পাবে তুমি এখানে
আমি তাই আমার হৃদয়ের সমস্ত উষ্ণতা ঢেলে
রচনা করে গেলাম শব্দের এ সম্পন্ন প্রতিমা।

০১ নভেম্বর'৮৬
লণ্ডন

প্রতীক্ষা

একদিন
আমার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির স্বচ্ছতা হঠাৎ ধূসর হয়ে গেলো।
আজ মনে পড়ে না–
সেকি স্বপ্ন ছিলো-নাকি জেগে দেখা দিবাস্বপ্ন ?
কিন্তু দেখলাম-এক গাঢ়তর অন্ধকার এসে ঢেকে দিলো
মাথার উপরে দীপ্যমান মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তি।
আমরা সবাই তারস্বরে চীৎকার করে উঠলাম-
'প্রমিথিউস', 'প্রমিথিউস'।
তারপর এক বিশাল নিঃশব্দতা এসে গ্রাস করলো
আমাদের পরিপার্শ্ব।
মুহূর্তে আমাদের সমস্ত বাক-শক্তি রহিত হয়ে গেলো,
আমরা বোবা কান্নায় গুমরে উঠতে উঠতে কামনা করলাম
সর্বপ্লাবী এ নৈঃশব্দ নিমিষে চুরমার করে দিয়ে
অনন্তঃ একবার বেজে উঠুক জীবনের পাঞ্চজন্য।
কিন্তু, কোথায় প্রমিথিউস-
যে আমাদের অন্ধকার মননে জ্বালাবে আলোর শিখা ?
কোথায় ধনঞ্জয়-
সমস্ত নিঃশব্দতা ভেংগে জীবনের শঙ্খরন্ধ্রে
যে বাজাবে চৈতন্যের পাঞ্চজন্য ?
বরং দেখলাম মুখোশধারী কতিপয় স্বার্থান্ধ
মানুষ আপন 'তখ্ত-তাউশ' বহাল তবিয়তে রাখার খেয়ালে
পাগল বৈজ্ঞানিকের মতো নিয়ত চালিয়ে যাচ্ছে
বিবিধ তন্ত্র-মন্ত্রের তন্তহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

আর আমরা-এই নিরীহ মানুষেরা-
কেবলি তার নিরুপায় গিনিপিগ।
কিন্তু অমৃতের সন্তান হয়েও
আমরা প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে কাপুরুষের মতো
কেবল মৃত্যুকেই নির্বিরোধ বরণ করে যাবো ?
কেন আমরা সকল কাজেই কেবলি পরের প্রত্যাশী হবো ?
আমরা কি সর্বগ্লাবী এ অন্ধকার বিদীর্ণ করে
মননের শানিত আলোকে একবার জ্বলে উঠতে পারিনা ?
আমরা কি নৈঃশব্দের এ কারা-প্রাচীর ভেংগে
সবাই সমস্বরে একবার চীৎকার করে উঠতে পারিনা ?
আমি জানি-আমরা তা পারি
এবং নিশ্চতই আমরা একদিন তা করবো।
প্রতীক্ষা-শুধু মাহেন্দ্র মুহূর্তের।

২১ নভেম্বর'৮৬
লণ্ডন

আমি স্বপ্ন দেখতে চাই

ইদানীং আমি আর স্বপ্ন দেখি না।
কারণ, এখন আর স্বপ্নে আমি আগের মতো
বর্ণালী ভবিষ্যতের প্রতি উন্মুখ হতে পারি না।
বরং স্বপ্ন এখন আমাকে কেবলই
আতঙ্ক আর ভীত-বিহ্বলতায় আক্রান্ত করে।

আমার স্বপ্নের নীলিমায় যখন
সালাম বরকত আসাদের মতো আমার অগ্রজেরা
অথবা একাত্তরের শহীদ সহযোদ্ধারা এসে প্রশ্ন করে
তাদের আবদ্ধ কর্মের সফল সমাপ্তি কোথায়?
তখন আমার বিব্রত বোধ করা ছাড়া
আর কিছুই করার থাকে না।

আবার যখন দেখি
একাত্তরে আমারই মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করেও
যারা বেঁচে-বর্তে আছে বহাল তবিয়তে,
সেই নারকীয় পশুরাই কুরে কুরে খায় আমার স্বপ্নের নীলিমা
তখন, কেবলই আতঙ্কগ্রস্ত হই।
আমি তাই আজ আর স্বপ্ন দেখিনা-
স্বপ্ন দেখতে পারি না।
অথচ দারিদ্র্যপীড়িত তৃতীয় বিশ্বের নিম্ন মধ্যবিত্ত এক যুবকের কাছে
স্বপ্ন ছাড়া আর কী'ই বা সম্বল আছে?
কিন্তু স্বপ্ন দেখার সেই একমাত্র অধিকার থেকেও আজ আমি বঞ্চিত।

আজ তাই আমার একমাত্র অগ্নিময় উচ্চারণ-
আমি স্বপ্ন দেখতে চাই;
অর্থ নয়,যশ নয়-এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতাও নয়
আমি শুধু, একটি স্বপ্ন দেখার অধিকার ফিরে পেতে চাই।

২৬ নভেম্বর'৮৬
লন্ডন

উর্ধে তুলে ধরবো বিজয় পতাকা

একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরে
মুক্তিকামী জনতা যখন বিজয় উৎসবে মেতেছিলো
আমিও তখন মা, তোমার শাড়ীর আঁচল ছিঁড়ে
মুক্ত আকাশে বিজয় পতাকা উড়িয়েছিলাম।
কিন্তু মা, সে বিজয় পতাকা আমি উর্ধে ধরে রাখতে পারিনি,
ঝড়ো হাওয়া আর শকুনিরা এসে তা ভূলুণ্ঠিত করে দিয়েছিলো।
তারপর ক্রমশঃ তার উপর জমে উঠেছিলো
কালের হাওয়ায় বয়ে নিয়ে আসা বিস্মৃতির জঞ্জাল।

আজ পনর বৎসর পর—ছিয়াশির এই ষোলই ডিসেম্বরে
খুব ইচ্ছে করছে মা—আবার নূতন করে বিজয় পতাকা বানাই।
তবে এবার যদি বিজয় পতাকা বানাই,
তুমি নিশ্চিন্ত থেকো মা,
এবার আর তা ভূলুণ্ঠিত হতে দেবো না
এবার আমি তাকে উর্ধে তুলে ধরে রাখবোই, যে কোনো মূল্যে।

২৮ নভেম্বর '৮৬
লন্ডন

ছল করে হলেও বলো ভালোবাসি

অসুস্থ সময়ের কারাপ্রকোষ্ঠে বন্দী
তোমার হৃদয়, জানি, সেও আজ কীটানুদুষ্ট।
যদিও হৃদয়ের মতো বিশালতা আর কিছুরই নেই,
তবু, তোমার হৃদয়ে আজ একবিন্দু ভালোবাসা নেই
নেই আমার জন্যে এতোটুকু স্থান।
কারণ, তোমার সারাটা হৃদয় জুড়ে আজ
কেবলি বিষাদিত চৈতন্য আর রুগ্নতার অধিষ্ঠান।
অথচ তোমার হৃদয়েরই বা দোষ কি?
সারা বিশ্ব জুড়ে আজ যেখানে
শান্তি আর আনন্দের শবদাহ হচ্ছে সভ্যতার চিতায়
যারই ধূম্রজাল দেখি পেন্টাগনে-ফ্রান্সে, চেরনোবিল ভূপালে,
বৈরুত আর ত্রিপোলীর আকাশে বাতাসে;
সেখানে তোমার হৃদয়, কি করে আশা করি
অনাঘ্রাত কুসুমের মতো নিষ্কলুষ থেকে যাবে?
তবু, যেহেতু কল্পনাই মানুষকে মহত্তম করে,
তাই বলি-অন্ততঃ কল্পনায় তুমি তোমার হৃদয়-সাম্রাজ্যে
বিষাদ আর আশান্তির পাশাপাশি
শান্তি আর আনন্দের সহাবস্থান ঘটাও;
মিথ্যে জেনেও অন্ততঃ একবার তুমি ছল করে বলো-ভালোবাসি।
আমার দুচোখের গভীর লেন্সে প্রতিফলিত তোমার মোহন অবয়ব
গোপনে আমি যেমন ধরে রাখি আমার হৃদয়ের নেগেটিভে,
তেমনি তোমার ছল করে বলা এ ভালোবাসার স্বীকারোক্তি ও

আমি সযত্নে লালন করবো আমার হৃদয়ের গোপন কাসকেটে
যা একদিন ধীরে ধীরে বংশবৃদ্ধি ঘটাবে হৃদয়ের উষ্ণতা পেয়ে,
এবং একদিন আমি ভালোবাসার সেই বীজাণু,
শান্তির ধবল কপোত বানিয়ে
সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবো মহামারীর মতো।
তাই বলি-ছলে করে হলেও বলো একবার-ভালোবাসি
হে প্রিয়তমা আমার।

০৪ ডিসেম্বর'৮৬
লণ্ডন

একটি কবিতার জন্ম

একটি কাবতা জন্ম নেবে
তারই প্রস্তুতি লগ্ন চলছে এখন আমার,
বিশেষজ্ঞরা সমস্ত লক্ষণ মিলিয়ে নির্ধারণ করেছেন সম্ভাব্য দিন-ক্ষণ
এখন শুধু প্রতীক্ষা সেই একান্ত মুহূর্তের।
একটি কবিতাই একজন কবিকে অমর রাখে।
কে জানে-হয়তো আমার এ কবিতা সে রকম কিছু হবে।
হয়তো আমার এ কাবতা আমার অনুজ্জ্বল অতীতের ভিত্তিভূমিতে
রচনা করবে এক সোনালী ভবিষ্যৎ,
আমার অন্ধকার জীবনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসবে
সমস্ত দিগংগন আলোকিত করা এক অত্যুজ্জ্বল শিখা
হয়তো এ কাবিতা তার জন্মের মুহূর্তেই
নিমেষে মুছে দেবে সারা বিশ্ব থেকে সমস্ত যুদ্ধোন্মাদনা
কে জানে-হয়তো এ কবিতাই হবে
সমস্ত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে শান্তিকামী মানুষের হিরন্ময় হাতিয়ার।
কিন্তু যতোই ঘনিয়ে আসছে কাংখিত সে মুহূর্ত
হৃদয়ের গভীরে ততোই ঘনীভূত হচ্ছে কেবলি এক গোপন ভয়
-আসন্ন জাতকের অমংগল চিন্তায়।
যদিও জানি 'এইড্‌সে' আক্রান্ত হাওয়ার মতো
চারিত্রিক কলুষতা আমার নেই।
চেরনোবিল-ভূপালের তেজস্ক্রীয় বিকিরণের প্রভাব বলয় থেকে
নিরাপদ দূরত্বে আছি আমি
তবু, ভয় আমার-আসন্ন এ জাতকের জন্যে যতো ভয়
কে জানে-উন্মার্গগামী শিকড়হীন এ সভ্যতার

০৪ এপ্রিল '৮৬
লন্ডন

কোন্ কুপ্রভাব এসে পড়বে আগামী এ শিশুর উপর।
আর তার ফলে হয়তো আমার এ কবিতা শিশু,
বিকলাংগ হবে বা হতে পারে মানসিক প্রতিবন্ধী
অথবা হয়তো জন্মের সময় সিজারিয়ান অপারেশনে
যান্ত্রিক বা মানবিক সামান্য ভুলে অংগহানি ঘটবে শিশুর
-এমনি কতো ভয় আমার আসন্ন এ জাতককে নিয়ে।
তাই হে প্রিয় পাঠক-কবিতা অনুরাগী সুহৃদ,
শুধু প্রার্থনা করো,
কোনো সিজারিয়ান ছাড়াই স্বাভাবিক উপায়ে
স্বাভাবিক জাতক হয়ে জন্ম নেয় যেনো
আমার এ কবিতা শিশু।

০৪ ডিসেম্বর'৮৬
লন্ডন

শুভের সূর্যোদয়

সারা বিশ্বে জুড়ে আজ সমস্ত শুভের আকাল।
পৃথিবীতে আজ কোথাও শান্তি নেই-হৃদয়ে ভালোবাসা নেই।
রেগান-থেচার-মিতেঁরা-রা মিলে ইস্যু করা
পারমাণবিক ওয়ারেণ্ট-এর ভয়ে শান্তি আজ পলাতক আসামী।
প্রগতির নামে ক্রমাগত শূণ্যতার অভিমুখী
শিকড়হীন এ যন্ত্র-সভ্যতার অশুভ প্রভাবে
আমাদের হৃদয় আজ খরাপীড়িত ইথিওপিয়ার মতো চৌচির
-সেখানে ভালোবাসা কেবলি মিথ্যে মরীচিকা।
আমাদের মননে আজ মেরুর বন্ধ্যাত্ব
সৃষ্টিশীল চেতনা যেন গভীর বরফে ঢাকা স্কটল্যান্ড বা কেন্ট,
মানবিকতার তাপমান যন্ত্রের কাঁটা
নিয়ত কম্পমান ফ্রীজিং পয়েন্টের নীচে;
আমাদের মেধা আক্রান্ত আজ 'পারকিন্সন্স ডিজেজ-এ
স্বপ্নেরা সব নির্বাসিত
অবচেতনের সেন্সুলয়েডে কেবলিই 'এইড্স'-এর আতঙ্ক।

তবু-তবু আমি ভালোবাসা চাই-চাই পরিপূর্ণ শান্তি,
আমি চাই একটি সম্পন্ন হৃদয়
অশুভের এ বিশাল মরু-প্রান্তরে যে হৃদয় হবে
প্রত্যাশিত স্বপ্নের এক সুনীল মরুদ্যান
যেখানে ভালোবাসার সবুজ বৃক্ষেরা
অকৃপন ছড়াবে শান্তির সুশীতল ছায়া,।
আমি চাই অশুভের সমস্ত কু-প্রভাবের হোক আজ অবসান
আমাদের চৈতন্যের আঁধার প্রকোষ্ঠে ঘটুক শুভের সূর্যোদয়।

২৫ জানুয়ারী'৮৭
লণ্ডন

আজন্ম আমার প্রতিদিনই একুশ

রক্তঝরা বাহান্নের পর তেপ্পান্নের ফেব্রুয়ারীতে জন্ম আমার,
শতাব্দীর শান্ত সমুদ্রে যে উত্তাল ঝড় তুলেছিল বহ্নি
তার রেশ। তখনও কাটেনি।
কোটি বাঙালীর হৃদয় সমুদ্রে তখনও ফেনিল উন্মত্ততা,
অকস্মাৎ বৃষ্টির পর মাটির সোঁদা গন্ধের মতো
বাতাসে বাতাসে তখনও বিদ্রোহের ঝাঁঝালো আবেশ।
আমার প্রতি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে ছিল সেই বিদ্রোহেরই রেশ
প্রতি ধমনীর শোনিত প্রবাহে সেই ঊর্মি মুখরতা।
নিতান্ত অগোচরেই সেদিন হৃদয়ে ধারন করেছি আমি
আমার জন্মের সমস্ত আবহ।

আমার ফাল্গুনে তাই
গোলাপ বকুল আর মহুয়ার মদির আবেশ নেই
সেখানে কেবলি কৃষ্ণচূড়া, পলাশ আর মান্দারের উদ্ধত মিছিল।
বৃক্ষের যেমন শিকড় প্রোথিত থাকে মাটির গভীরে
তেমনি আমার উপলব্ধির সমস্ত গভীরতা জুড়ে সেই একান্ত অনুভূতি
আমি তাই বারংবার ফিরে যাই আমার জন্মের কাছে;
আজন্ম আমার তাই প্রতিদিনই একুশ।
আর তাই আনুষ্ঠানিকতার একুশ এলেই
আমি কেমন বিব্রতবোধ করতে থাকি।

যখন দেখি-
আত্মবিক্রীত বুদ্ধিজীবির প্রলাপ
আর ক্ষমতার পদলেহী রাজনীতিকের আস্ফালনে

২৬ জানুয়ারী '৮৭
লন্ডন

একুশের আজন্মের বিদ্রোহী চেতনায় মালিন্য পড়ে,
অথবা ধর্মচোরা দেশপ্রেমিক যখন নীতিবাক্য শুনায়
আর ক্ষমতাধরেরা মিথ্যে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছড়ায়
তখন আমার রক্তে ছলকে উঠে বরকতেরই রক্ত।
আমাদের বিস্মৃতিপ্রিয় বৃহত্তের মগ্ন চৈতন্যে
একুশের বিপ্লবী চেতনার জন্ম দিতে
জানি আজ প্রয়োজন আর একটি একুশের।
আমি তাই আমার প্রতি শোনিত বিন্দু দিয়ে
সৃষ্টি করে যাই এক একটি রক্তবীজের,
প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে লালন করে চলি
জন্মের অধিকারে প্রাপ্ত আমার একুশী চেতনার।
আর তাই, আজন্ম আমার প্রতিদিনই একুশ।

২৬ জানুয়ারী'৮৭
লন্ডন

কবিতার কথকতা

কবিতা যদি হয় রাজ-অনুগ্রহপ্রার্থী
তবে সে কবিতা আমার নয়
আমি সে কবিতা লিখবো না।
শব্দ যদি বন্দী থাকে নীতি নিয়মের দাসত্বের শৃংখলে
শব্দের পরমানু যদি হারিয়ে ফেলে তার বিস্ফোরণ ক্ষমতা
তবে সে শব্দের কারুকার আমি হতে চাই না।
ধ্বনির গভীরে যদি বাণী নাঁ থাকে
কারো হৃদয়ের অনুরণনে সে ধ্বনি যদি প্রতিধ্বনি না জাগাতে পারে
তবে অর্থহীন সে ধ্বনিময়তার রূপকার আমি হবো না
আমার কবিতা হবে
জয়নুলের দড়ি ছেঁড়া ষাঁড়ের মতো উদ্ধত—স্বাধীন
শব্দ হবে গ্রাম্য কিশোরের দুরন্তপনার মতো অবাধ উচ্ছল
আর ধ্বনি হবে কাল বোশেখীর মতো উদ্দাম
যার হৃদস্পন্দের গভীরে থাকবে নূতনের আবাহনী সংগীত।
আমি তাই সুদীর্ঘ মিছিলের প্রতিটি দীপ্ত মুখকে এনে
সযত্নে সাজিয়েছি আমার কবিতার প্রতি অংগে অংগে
শব্দের অণুতে পরমাণুতে নিষিক্ত করেছি বিদ্রোহের অংকুরিত বীজ
আর ধ্বনির শংখরন্ধ্রে দিয়েছি আমি অফিয়ুসের বাঁশরীর সুর।
কবিতা কি এবং কেমন হবে
এ নিয়ে দ্বিধার কোনে অবকাশ নেই আজ আর।
কারণ—কবিতার প্রকৃতির আর চারিত্র আজ নির্ধারিত ঃ
কবিরা আজন্ম বিদ্রোহী
আর সৃষ্টি চিরকাল বিদ্রোহেরই নামান্তর।
অতএব রাজ প্রশস্তি নয়
কবিতা হবে অবিনাশী গণ-চেতনারই মূর্ত প্রকাশ
আমাদের মগ্ন চৈতন্যে বিপ্লবী চেতনার উদ্ভিন্ন উদ্ভাস।
০৪ এপ্রিল / ৮৭
লন্ডন

CS CamScanner